যুগান্তর

তারিখ ... 02 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...৪...

মাউশির ডিজি কোন কর্তৃত্বে দায়িত্বে বহাল : হাইকোর্ট

যুগান্তর রিপোর্ট

কোন কর্তৃত্ববলে ফাহিমা খাতুন (অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক (ডিজি) পদে বহাল আছেন, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। জনস্বার্থে দায়ের করা রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি

ফাহিমা খাতুন

বহাল : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

বহাল : কোন কর্তৃত্বে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শেষে বিচারপতি নাঈমা হায়দার ও বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলামের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ মঙ্গলবার এ রুল জারি করেন।

চার সপ্তাহের মধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব, শিক্ষা সচিব ও ফাহিমা খাতুনকে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। ফাহিমা খাতুন খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলামের বোন। যুগান্তরে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়ার পর রিট আবেদনটি দায়ের করা হয়।

আদালতে রিট আবেদনটি দায়ের করেন সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী জেডআই খান পান্না। তিনি বলেন, সর্বশেষ ঢাকা কলেজের শিক্ষক ছিলেন ফাহিমা খাতুন। অধ্যাপক পদে পদোন্নতির জন্য বিভাগীয় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। কিন্তু তিনি কোনো পরীক্ষা ছাড়াই অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পান। এছাড়াও মাউশির মহাপরিচালক হতে হলে যে জ্যেষ্ঠতার প্রয়োজন তা তার নেই। এসব কারণে রিট করা হয়। রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মোখলেছুর রহমান।

অভিযোগ উঠেছে, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা খাত নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা ফাহিমা খাতুনের চাকরিজীবনের কোনো পদোন্নতিই 'বিধিসম্মতভাবে' হয়নি। নিয়ম অনুযায়ী প্রভাষক হিসেবে যোগদানের পর ২ বছরের সন্তোষজনক চাকরি, বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তার চাকরি স্থায়ী হবে। কিন্তু বিভাগীয় পরীক্ষা না দেয়ায় যোগদানের প্রায় ৩০ বছর পর ২০১৪ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি 'গণপ্রজ্ঞাপনে' ফাহিমা খাতুনের চাকরি 'ভূতাপেক্ষভাবে' স্থায়ী হয়। ওই প্রজ্ঞাপনে ৬৪৩ কর্মকর্তার চাকরি 'ভূতাপেক্ষভাবে' স্থায়ী করা হয়। এতে তার সিরিয়াল নম্বর ৫৯৩। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী স্থায়ী কর্মকর্তারই স্থায়ী পদে পদোন্নতি পাওয়ার কথা। তবে এক্ষেত্রে প্রমার্জনের বিধানও আছে। তা হচ্ছে, কেউ পদোন্নতি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে তাকে প্রবেশ পদে কমপক্ষে ১৫ বছর চাকরি করতে হবে। এরপর তিনি সহকারী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি পাবেন। এছাড়া পরীক্ষা থেকে অব্যাহতি পাওয়া এবং ৫০ বছর বয়স পূর্ণ হওয়া কর্মকর্তারাও সহকারী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতির যোগ্য হবেন। তবে বিধান অনুযায়ী 'সিনিয়র স্কেল' পরীক্ষা না দেয়া কর্মকর্তারা (বিসিএস পদোন্নতি বিধিমালা ১৯৮৬-এর ৮(২) নম্বর বিধি অনুযায়ী) সর্বোচ্চ 'সহযোগী অধ্যাপক' হতে পারবেন। পদোন্নতি পেতে হলে আগে চাকরিটা স্থায়ী হতে হবে। কিন্তু চাকরি স্থায়ী না হওয়া সত্ত্বেও এ কর্মকর্তা কেবল অধ্যাপকই নন, শিক্ষা ক্যাডারের সর্বোচ্চ পদ মাউশির মহাপরিচালক পর্যন্ত হয়েছেন। এ অবস্থায় ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারির আগে পর্যন্ত তার কোনো পদোন্নতিই 'বিধিসম্মত হয়নি' বলে দাবি করেন সংশ্লিষ্টরা। এ কারণে তার মহাপরিচালক পদে পদায়নও 'বিধিসম্মত' হয়নি বলে মনে করেন তারা।

২০১৩ সালের জানুয়ারিতে ফাহিমা খাতুন মহাপরিচালক পদের 'চলতি দায়িত্ব' গ্রহণ করেন। নিয়ম অনুযায়ী মাত্র ২ মাস তার এ পদে থাকার কথা। কিন্তু ৩০ মাসের বেশি সময় ধরে তিনি এ পদ আঁকড়ে রেখেছেন। শুধু তাই নয়, চলতি দায়িত্বের মহাপরিচালক হলেও তিনি পদবি লেখার ক্ষেত্রে এ শব্দটি কোথাও ব্যবহার করছেন না।

অভিযোগ উঠেছে, পারিবারিক ও রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে তিনি কেবল এ পদটিই দখল করেননি। এর আগে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের মতো দেশের 'মাদার' বোর্ডের চেয়ারম্যান পদও বাগিয়ে নিয়েছিলেন।

সংশ্লিষ্টরা জানান, মাউশির মহাপরিচালকের পদটি শিক্ষা ক্যাডারের 'এক নম্বর' পদ হিসেবে বিবেচিত। এটি 'সচিব' পদমর্যাদার ১ নম্বর গ্রেডের পদ। এ কারণে 'টপ মোস্ট সিনিয়র' কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে এ পদে নিয়োগ দেয়ার রীতি রয়েছে। এছাড়া নিয়োগের ক্ষেত্রে আগে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা, সিনিয়র স্কেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিনা বিবেচনায় নেয়া হয়। কিন্তু ফাহিমা খাতুন যখন মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ পান তখন তিনি সিলেকশন গ্রেডের অধ্যাপকদের তালিকায় অনেক পেছনে ছিলেন। তালিকায় তিনি ৩৯১তম ব্যক্তি।

শিক্ষা ক্যাডারের অসংখ্য কর্মকর্তার অভিযোগ, এমন একজন কনিষ্ঠ অধ্যাপক ছড়ি ঘোরাচ্ছেন তাদের ওপর।